একজন শ্রেণি শিক্ষকের দায়িত্ব

একজন শ্রেণি শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শ্রেণির প্রাণ। তাঁর সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই একটি শ্রেণির শ্রেণি কার্যক্রম হয়ে উঠে সুশৃংখল এবং প্রাণবন্ত। সুতরাং একজন শ্রেণি শিক্ষকের উপর ঐ শ্রেণির সফলতা কিংবা ব্যর্থতা নির্ভর করে। একজন শ্রেণি শিক্ষককে অনেক বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয়। তিনি সর্বপ্রথম তার শ্রেণির শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন। সর্বোচ্চ উপস্থিতি নিশ্চিত করা সহজ কোন বিষয় নয়। সেজন্য তাকে অত্যন্ত কৌশলী হতে হবে। বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে তিনি শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন। একজন শিক্ষক তার মেধা, চিন্তন দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ইত্যাদির সমন্বয়ে তার শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন করবেন।

একজন শ্রেণি শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হতে পারেন। তিনি কখনো আদর্শ শিক্ষক, কখনো অভিভাবক, কখনো অভিনেতা, কখনো বিনোদনকর্মী, কখনো নেতা, কখনো পথ প্রদর্শক, কখনো গুরু গম্ভীর। তিনি শিক্ষার্থীদের নিকট অতি আপন হয়ে উঠবেন। তাদের বিশ্বাস এবং আস্থাজুড়ে তিনি অবস্থান করবেন। একজন আদর্শ শ্রেণি শিক্ষককে হতে হবে নির্ভয়, নৈতিকতাসম্পন্ন, সত্যবাদী এবং নিরপেক্ষ। তিনি কখনোই কোন শিক্ষার্থীর প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা প্রদর্শন করবেন না যেন সেটা অন্যের মনঃকষ্টের কারণ হয়। তিনি তার চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে সকল শিক্ষার্থীর মন জয় করে নিবেন।

একজন আদর্শ শ্রেণি শিক্ষকের অবশ্যই নিজস্বতা থাকতে হবে। তিনি তার দক্ষতা দিয়ে উদ্ভূত নতুন নতুন পরিস্থিতি সামাল দিবেন। তিনি সবার প্রতি সমান মনোযোগী হবেন। তিনি শিক্ষার্থীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভা বের করে আনবেন। একটি শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী সমান মেধার অধিকারী হয় না। সেজন্য তাকে সবার অবস্থা বুঝে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি আকর্ষণীয় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে উদ্যোগী হবেন। শিক্ষার্থীরা যেন পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করে সেই বিষয়ে তিনি সচেষ্ট হবেন।

একজন শ্রেণি শিক্ষককে কিছু বিশেষ কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়। যেমন- হাজিরা সংরক্ষণ, অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, অভিভাবকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা, শিক্ষার্থীর ডাটাবেজ তৈরি করা, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ, শ্রেণির মেধানুসারে শিক্ষার্থীর তথ্য সংরক্ষণ, সবল-দুর্বলের সঠিক সংমিশ্রণ, বিভিন্ন অফিস তথ্য জেনে শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে অবহিতকরণ, শিক্ষার্থীর আচরণিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি খেয়াল রাখা, শৃঙ্খলা বিধান করা, প্রাত্যহিক সমাবেশে সকল শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা, শ্রেণি কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করা, সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করা, গণতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

এছাড়াও একজন শিক্ষককে শিক্ষার্থীর মনের ভাষা বুঝার ক্ষমতা থাকতে হবে। তাদের সুখে-দুখে, বিপদে-আপদে, আনন্দে-কষ্টে পাশে থাকতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীর জন্য অনুপ্রেরণা হবেন। শিক্ষার্থীরা তাকে দেখে মনোবল ফিরে পাবেন। তিনি গঠনমূলক পরামর্শ দিবেন, সমালোচনা করবেন। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে তিনি শিক্ষার্থীদের পাশে থাকবেন।

একজন শ্রেণি শিক্ষক তার শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখাবেন। বড় কিছু হওয়ার স্বপ্ন তিনি তাদের দেখাবেন। তাদের জীবনের লক্ষ্য জানতে চাইবেন। তাদের জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে সহায়তা করবেন। তিনি তাদের স্বপ্ন পূরণে সহযোগী হবেন। তারা কোন ভুল করলে তিনি তা সংশোধন করে দিবেন। মাঝেমধ্যেই তিনি প্রধান শিক্ষক এবং অভিভাবকের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বিষয়ে আলাপ করবেন। তাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখবেন।

সবশেষে একজন আদর্শ শ্রেণি শিক্ষকে অবশ্যই পেশাগত মনোভাবের অধিকারী হতে হবে। তিনি সময়মত বিদ্যালয়ে আসবেন, সময়মত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করবেন। তিনি লেসন প্লান তৈরি করে শ্রেণিতে পাঠদান করবেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রতিনিয়িত নিজেকে যোগ্য করে তুলবেন।